রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

রোগীদের প্রতি চিঠি

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত
রোগীদের প্রতি চিঠি
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

অনুবাদক-মণ্ডলী
একাডেমি গ্রুপ

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২৩ খ্রীস্টাব্দ

প্রকাশক
সোজলার পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪

From The Risale-i Nur Collection
Rogider Proti Chithi
Bediuzzaman Said Nursi

Translated By
Academy Group

Published
January 2023

Publisher
Sozler Publication
Northbrook Hall Road
Bangla bazar, Dhaka-1100
Mobile : 01767822064

ISBN : 978-984-96868-5-9

মূল্য : ১২০.০০
(একশত বিশ) টাকা মাত্র

Price : 130.00
(One Hundred Thirty) Tk Only

sozlerpublicationbd@gmail.com
www.fb.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি
Wafi Life

সূচিপত্র

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
ও রিসালায়ে-নূর সম্পর্কে অভিমত ——— ৫
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
ও রিসালায়ে-নূর ——— ৭
পঁচিশতম লাম'আ ——— ১২
প্রথম প্রতিষেধক ——— ১৩
দ্বিতীয় প্রতিষেধক ——— ১৩
তৃতীয় প্রতিষেধক ——— ১৪
চতুর্থ প্রতিষেধক ——— ১৫
পঞ্চম প্রতিষেধক ——— ১৬
ষষ্ঠ প্রতিষেধক ——— ১৭
সপ্তম প্রতিষেধক ——— ১৯
অষ্টম প্রতিষেধক ——— ২০
নবম প্রতিষেধক ——— ২১
দশম প্রতিষেধক ——— ২২
এগারোতম প্রতিষেধক ——— ২৩
বারোতম প্রতিষেধক ——— ২৪

তেরোতম প্রতিষেধক ——— ২৫
চৌদ্দতম প্রতিষেধক ——— ২৬
পনেরোতম প্রতিষেধক ——— ২৮
ষোলোতম প্রতিষেধক ——— ২৯
সতেরোতম প্রতিষেধক ——— ৩০
আঠারোতম প্রতিষেধক ——— ৩২
উনিশতম প্রতিষেধক ——— ৩৩
বিশতম প্রতিষেধক ——— ৩৫
একুশতম প্রতিষেধক ——— ৩৬
বাইশতম প্রতিষেধক ——— ৩৭
তেইশতম প্রতিষেধক ——— ৩৮
চব্বিশতম প্রতিষেধক ——— ৩৯
পঁচিশতম প্রতিষেধক ——— ৪০
পঁচিশতম লাম'আর পরিশিষ্ট :
শিশুর শোকনামা ——— ৪২
হজরত আইয়ুব (আ.)-এর মুনাজাত ——— ৪৭

বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী ও রিসালা-ই নূর সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানী (দা.বা.) সাহেবের অভিমত

১৯২৩ সালে তুরস্কে উসমানি খেলাফত বিলুপ্ত করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী দ্বীনহীন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; যার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় তুরস্কে আরবিতে আজান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবি ভাষায় ধর্মীয় বইপুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জনসাধারণকে টুপির স্থানে ইংলিশ হ্যাট পরিধান করতে আইন প্রণয়ন করে জোর জবরদস্তি করে বাধ্য করা হয়। মোটকথা, এসব ধর্ম বিবর্জিত হিংস্র কার্যকলাপ আর কোনো ইসলামী জনপদে দৃশ্যমান হয়নি। আল্লাহর মেহেরবানিতে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের শাসনব্যবস্থায় দ্বীনহীনতা জেঁকে বসে এবং দেশের ধর্মীয় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দীর্ঘদিন প্রলম্বিত হয়। বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবানিতে এই ভয়ংকর অবস্থার আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের ধর্মীয় এ অমানিশার ঘনঘোর অবস্থায়ও তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ধারার কার্যক্রমে কয়েকটি গ্রুপ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রথমত ঐসব ওলামেয়ে কেরাম, যারা দৃশ্যপটের গোপনে থেকে ইসলামী শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী রহ.-এর অরাজনৈতিক ঈমানি আন্দোলন। তিনি তাঁর রচিত রিসালায়ে নূর-এর দাওয়াত ও তাবলিগ এবং ইসলাহি লিখনীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নওজোয়ানদের মধ্যে ইসলামী নবজীবনের ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাব সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ ছাড়াও দাওয়াত ও তাবলিগের প্রভাব এর সাথে যোগ হয়েছে। বর্তমানে এই তিন দলের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

আল্লামা তকী উসমানী
'দুনিয়া মেরি আগে' রচিত কিতাব থেকে সংগ্রহীত

পঁচিশতম লাম'আ : পঁচিশটি প্রতিষেধক

এ পুস্তিকাটি রোগীদের জন্য ব্যথার উপশম, তাদের জন্য সান্ত্বনা এবং আধ্যাত্মিক এক ব্যবস্থাপত্র। পুস্তিকাটি রোগীদের জিয়ারত ও তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া হিসেবে লেখা হয়েছে।

সতর্কতা ও দুঃখ প্রকাশ

এই ব্যবস্থাপত্র রিসালায়ে নূরের অন্য লেখাগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুত সময়ে লেখা হয়েছে। এমনকি সময়ের অভাবে সম্পাদনারও ফুরসত হয়ে ওঠেনি। কোনোভাবে একনজর দেখেই খসড়া আকারে রেখে দেওয়া হয়েছে। সরাসরি অন্তরে আসা স্মৃতিকে কৃত্রিমতা দিয়ে নষ্ট না করার জন্য নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজনবোধ করিনি। পাঠকগণ বিশেষত অসুস্থরা অপ্রিয় কোনোকিছু অথবা অপছন্দনীয় কোনো শব্দ ও বাক্যের দ্বারা যেন মনোঃকষ্ট না পায়; বরং আমার জন্য যেন দোয়া করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ۞ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

মানবজাতির দশ ভাগের এক ভাগই হলো অসুস্থ ও রোগীরা। এই লাম'আতে এমন পঁচিশটি প্রতিষেধক সংক্ষেপে বর্ণনা করব—যা তাদের জন্য প্রকৃত সান্ত্বনা ও ব্যথার উপশম হবে।

প্রথম প্রতিষেধক

হে উপায়হীন রোগী! দুঃখ পেয়ো না, ধৈর্যধারণ করো। তোমার এই অসুস্থতা তোমার দুঃখ নয়; বরং একপ্রকার মহৌষধ। কারণ, জীবন একটা মূলধন—যা শেষ হয়ে যায়। ফল না পেলে লোকসান হয়ে যায়। জীবন যদি গাফেলত ও আরামের সাথে কাটে, তাহলে তা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। অসুস্থতা তোমার ওই মূলধনকে বড়ো মুনাফার দ্বারা ফলপ্রদ করে। আয়ুকে দ্রুত শেষ হওয়ার সুযোগ দেয় না। আয়ুকে ধরে রেখে দীর্ঘ করে—যাতে ফল দিয়ে শেষ হয়। তাই, অসুস্থতার দ্বারা আয়ু যে দীর্ঘায়িত হয়, তা—"বালা-মুসিবতের সময় খুব দীর্ঘ, আরাম ও আনন্দের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত"—প্রবাদ বাক্য আকারে সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় প্রতিষেধক

হে ধৈর্যহীন রোগী! ধৈর্যধারণ করো; বরং শুকরিয়া আদায় করো। তোমার এই অসুস্থতার প্রতিটি মিনিট সাধারণ জীবনের একঘণ্টা ইবাদতের সমতুল্য হতে পারে। কারণ, ইবাদত দুই ধরনের। একটি হলো মুসবাত ইবাদত। যেমন- নামাজ, দোয়ার মতো ইবাদত।

অপরটি মানফি ইবাদত। অর্থাৎ অসুস্থতা ও মুসিবতে বিপদগ্রস্ত হয়ে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে অনুভব করে, খালিকে রাহিম দয়াময় স্রষ্টার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। অর্থাৎ পবিত্র, রিয়া ও লৌকিকতাহীন আধ্যাত্মিক এক ইবাদতের অধিকারী হওয়া।

হ্যাঁ, সহীহ রিওয়ায়েত অনুযায়ী মুমিনের অসুস্থ জীবন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অভিযোগ না করার শর্তে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। এমনকি একজন ধৈর্যশীল ও শুকরিয়া আদায়কারী রোগীর এক মিনিটের অসুস্থতা এক ঘণ্টার ইবাদত এবং কোনো কোনো কামেল ব্যক্তির এক মিনিটের অসুস্থতা এক দিনের ইবাদতের সমতুল্য—যা সহিহ রিওয়ায়েত এবং কাশফে সাদেকা দ্বারা প্রমাণিত। তোমার এক মিনিটের জীবনকে এক হাজার মিনিটের সমতুল্য করে, তোমাকে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়ে দেওয়া অসুস্থতা থেকে অভিযোগ নয়; বরং শুকরিয়া আদায় করো।

তৃতীয় প্রতিষেধক

হে সহায়ীন রোগী! মানুষ যে এই দুনিয়ায় আনন্দ উৎসব এবং স্বাদ আস্বাদনের জন্য আসেনি, তা আগমনকারীদের অনবরত প্রস্থান, যুবকদের বৃদ্ধে পরিণত হওয়া, সবকিছুর ধ্বংস ও বিচ্ছেদের মাঝে গুরপাক খাওয়াই এর সাক্ষী। একই সাথে মানুষ প্রাণীজগতের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রাণী। আর মানুষ প্রাণীকুলের সুলতান হওয়া সত্ত্বেও, অতীতের স্বাদ এবং ভবিষ্যতের বালা-মুসিবত নিয়ে চিন্তা করার কারণে, পশুর তুলনায় অনেক নীচু, দুঃখময় ও কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করে। অর্থাৎ, মানুষ এই দুনিয়ায় শুধু সুন্দরভাবে বসবাস করা এবং আনন্দ ও শান্তিতে জীবনযাপনের জন্য আসেনি; বরং বিশাল মূলধনের অধিকারী মানুষ, ব্যাবসার দ্বারা অনন্ত ও চিরস্থায়ী এক জীবনের শান্তি অর্জনের জন্য কাজ করতে এসেছে। আর মানুষের হাতে থাকা মূলধন হচ্ছে তার আয়ু।

আর যদি মানুষের অসুস্থতা না থাকে, তাহলে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা উদাসীনতার জন্ম দেয়; দুনিয়াকে আমোদপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করে, পরকালকে ভুলিয়ে দেয়; কবর এবং মৃত্যুকে স্মরণ করতে দিতে চায় না; মূল্যবান জীবনের মূলধনকে সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজে ব্যয় করায়। অন্যদিকে অসুস্থতা তাৎক্ষণিকভাবে চোখ খুলে দেয়; শরীর ও দেহকে বলে– "অমর নও, অভিভাবকহীন নও, তোমার একটি দায়িত্ব আছে। অহংকার ত্যাগ করো, সৃষ্টিকর্তাকে চিন্তা করো, কবরে যেতে হবে এটা জানো। আর সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করো।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে অসুস্থতা প্রতারণাহীন এক উপদেশদাতা এবং সতর্ককারী এক পথ-প্রদর্শকের মতো। সুতরাং, অসুস্থতা থেকে অভিযোগ নয়; বরং এই ক্ষেত্রে অসুস্থতাকে ধন্যবাদ দাও। আর যদি খুব বেশি কষ্ট হয়, তবে সবর ও ধৈর্য প্রার্থনা করো।

চতুর্থ প্রতিষেধক

হে অভিযোগকারী রোগী! তোমার অভিযোগ করার কোনো অধিকার নেই; বরং শোকর ও সবর করো। কারণ, তোমার শরীর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ তোমার সম্পদ নয়। তুমি সেগুলোকে তৈরি করোনি;। অন্য কোনো জায়গা থেকে ক্রয়ও করোনি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, মানুষের দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ অন্য কারও সম্পদ। মালিক তার সম্পদকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে।

ছাব্বিশতম কালিমাতের উদাহরণে বলা হয়েছে যে, একজন ধনী দক্ষ শিল্পী তার সুন্দর শিল্প ও মূল্যবান সম্পদ প্রদর্শনের জন্য একজন গরিব লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মডেল হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করে। শিল্পী সেই মডেলকে এক ঘণ্টার জন্য নিজের বানানো চমৎকার কারুকার্য খচিত একটি পোশাক পরিধান করায়। তারপর শিল্পী সেই পোশাক পরিহিত অবস্থায় এটার ওপর কাজ করে। পোশাকটিকে সুন্দর ও কারুকার্যময় রূপে প্রদর্শন করার জন্য পোশাকটির কিছু অংশকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে।

আর এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হতদরিদ্র মডেল যদি বলে, "আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, উঠা-বসার মতো দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বিরক্ত করছ। সৌন্দর্য বর্ধনকারী পোশাকটিকে কেটে ছোটো করে আমার সৌন্দর্যকে নষ্ট করছ। আমার ওপর জুলুম করছো!"— তার কি এই ধরণের কোনো কথা বলার অধিকার আছে?

হে রোগী! এই উদাহরণের মতোই সানেয়ে জুলজালাল চোখ, কান, বিবেক-বুদ্ধি ও কলবের মতো নূরানী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অতীব সুন্দর কারুকার্য খচিত তোমার শরীর নামক পোশাকে, আসমাউল হুসনার (সুন্দরতম নামসমূহের) শৈল্পিক নিদর্শনসমূহকে প্রদর্শনের জন্য বিভিন্নভাবে এটিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেমন তাঁর রাজ্জাক নামকে চিনতে পারো, তেমনি অসুস্থাতার সময় শাফি নামকেও জানতে পারো। দুঃখ-কষ্টগুলো যেহেতু আসমাউল হুসনার একাংশের প্রতিফলন, তাই এগুলোর মাঝে হেকমতের দীপ্তি ও রহমতের ছাপ রয়েছে। রয়েছে অনেক সৌন্দর্য। যদি পর্দা উন্মোচিত হয়, তাহলে ভয়ংকর ও ঘৃণ্য অসুস্থতার আড়ালে আকর্ষণীয় ও সুন্দর অর্থসমূহ খুঁজে পাবে।

পঞ্চম প্রতিষেধক

হে অসুস্থতায় আচ্ছাদিত রোগাক্রান্ত রোগী! বর্তমানে অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, অসুস্থতা অনেকের জন্য আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ এবং রাহমানি উপহারস্বরূপ। আমি অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আট-নয় বছর ধরে কিছু যুবক সুস্থতা লাভের জন্য আমার কাছে দোয়া নিতে আসত। লক্ষ করলাম যে, অসুস্থ যুবকরা অন্য যুবকদের তুলনায় আখেরাত নিয়ে বেশি চিন্তা করছে। তাদের মাঝে যৌবনের উন্মাদনা নেই। গাফলত থেকে উদ্ভূত তীব্র জৈবিক চাহিদাগুলো থেকে এক অর্থে তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে। যে অসুস্থতা সহ্যসীমার মধ্যে থাকে, তা যে আল্লাহর দয়া ও দান— তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতাম। বলতাম, "ভাই! আমি তোমার অসুস্থতার বিরুদ্ধে নই।

অসুস্থতার জন্য তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে দুঃখ পাচ্ছি না যে দোয়া করব। অসুস্থতা তোমাকে পুরোপুরি সচেতন না করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করার চেষ্টা করো। অসুস্থতা তার দায়িত্ব শেষ করার পর খালিকে রাহিম (দয়াময় স্রষ্টা) তোমাকে আরোগ্য দান করবেন, ইনশাআল্লাহ।"

আরও বলতাম, "তোমার মতো কিছু যুবক সুস্থতার কারণে উদাসীন হয়ে নামাজ ছেড়ে দেয় এবং কবর নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে দেয়। তারা আল্লাহকে ভুলে দুনিয়াবি জীবনের এক ঘণ্টার বাহ্যিক আনন্দের জন্য, আখিরাতের অনন্ত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, নষ্ট করে, এমনকি ধ্বংস করে ফেলে। অসুস্থতার দৃষ্টি দিয়ে অবশ্যম্ভাবী গন্তব্যস্থল কবর এবং কবর পরবর্তী অধ্যায়গুলো দেখতে পাচ্ছ এবং সে অনুযায়ী আমল করছ। অর্থাৎ, অসুস্থতাই তোমার জন্য সুস্থতা। আর তোমার মতো অনেক যুবকের জন্য সুস্থতাই হচ্ছে মূলত অসুস্থতা।"

ষষ্ঠ প্রতিষেধক

হে কষ্টসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী রোগী! তোমাকে বলি, অতীত জীবন নিয়ে চিন্তা করো এবং ওই সময়ের আনন্দঘন দিনগুলো ও বালা-মুসিবতের সময়গুলোকে স্মরণ করো। তবে অবশ্যই আনন্দ অথবা দুঃখ অনুভব করবে। অর্থাৎ, তোমার হৃদয় ও মুখ থেকে "শোকর, আলহামদুলিল্লাহ" বা "কী দুঃখ, কী কষ্ট" উচ্চারিত হবে।

লক্ষ করো, বিগত দিনগুলোর দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুসিবতের কথা চিন্তা করে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করছ—যার কারণে তোমার ক্বলব শুকরিয়া আদায় করে "শোকর আলহামদুলিল্লাহ" বলছে। কারণ, কষ্টের সমাপ্তিই আনন্দ। ওই দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসিবত বিদায়লগ্নে রুহে এক আনন্দের রেশ রেখে যায়—যা নিয়ে চিন্তা করলে মানুষ আনন্দ পায় এবং শুকরিয়া আদায় করে।

বিগত দিনগুলোতে অতিবাহিত আনন্দঘন ও সুখ সমৃদ্ধ অবস্থাগুলো তোমাকে "কী দুঃখ, কী কষ্ট" বলায়; যার সমাপ্তি তোমার রূহে সার্বক্ষণিক দুঃখ-কষ্ট রেখে যায়; যখনই চিন্তা করো, তখনই ওই দুঃখ নতুন করে জেগে ওঠে, আফসোস ও শূন্যতা তোমাকে তাড়া করে বেড়ায়।

কখনও কখনও একদিনের অবৈধ ভোগ-বিলাস এক বছরের মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে যায়। আর সাময়িক একদিনের অসুস্থতার কষ্ট থেকে অনেক দিনের সওয়াব অর্জনের পাশাপাশি, একধরনের স্বাদও আস্বাদন করা যায়। কষ্টের সমাপ্তি থেকে আসে মুক্তি। আর এই মুক্তিতে আছে সুপ্ত আনন্দ। এখন তোমার এই সাময়িক অসুস্থতার ফলাফল এবং এর অন্তর্নিহিত সওয়াবের কথা চিন্তা করো। 'ইনশাআল্লাহ এটাও চলে যাবে' বলো, অভিযোগের পরিবর্তে শুকরিয়া আদায় করো।

ষষ্ঠ প্রতিষেধক (টীকা)

দুনিয়ার আনন্দের কথা চিন্তা করে অসুস্থতার কারণে কষ্ট ভোগকারী হে আমার ভাই! যদি এই দুনিয়া চিরস্থায়ী হতো, আমাদের পথে যদি মৃত্যু না থাকত, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃশেষের বাতাস না বইত, বিপদসংকুল ও ঝঞ্ঝাময় ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক শীতকাল না আসত—তাহলে আমিও তোমার সাথে তোমার অবস্থার জন্য দুঃখ পেতাম। যেহেতু দুনিয়া একদিন আমাদেরকে 'বেরিয়ে যাও' বলবে এবং আমাদের আর্তনাদ না শোনার জন্য কান বন্ধ করবে, তাই পৃথিবী আমাদের বাইরে ছুড়ে ফেলার দেওয়ার আগেই অসুস্থতার সতর্কবাণীর দ্বারা এখনই আমাদের তার প্রেমকে পরিত্যাগ করা উচিত। দুনিয়া আমাদেরকে ত্যাগ করার আগেই, অন্তর থেকে দুনিয়াকে ত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত।

হ্যাঁ, অসুস্থতা এই অর্থকে স্মরণ করিয়ে বলে যে, "তোমার শরীর পাথর বা লোহা থেকে তৈরি নয়; বরং অনবরত পৃথক হয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য বহনকারী বিভিন্ন উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।